আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইবনে সিনার' উপর বিশ্ব সম্মেলন

গত ২৫ থেকে ২৭শে অক্টোবর ২০১৪ ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে Ibn Sina Academy of Medieval Medicine and Sciences-এর উদ্যোগে মহামনীষী ইবনে সিনার মেডিসিন টেক্সট বই 'কানুন ফিল তিব্ব' এর প্রকাশনার ১০০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ইবনে সিনার মত বিশাল মাপের একজন বিজ্ঞানীর জীবন এবং শিক্ষা নিয়ে আমার জিগীষা আশৈশব। সেই আকর্ষণেই আমি সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির কাছে একটি ই-মেইল প্রেরণ করলাম সাথে আমার লেখা Ibn Sina: The Father and Founder of Modern Randomized Control Trial & Evidence Based Medicine' শীর্ষক প্রবন্ধ এর Abstract। সম্মেলনের Scientific Committee আমার লেখাটিকে Invited Speech-এর মর্যাদা দিয়ে ভারতে আমার সকল আতিথেয়তাসহ রেজিস্ট্রেশন ফি-ওয়েবিং করে দাওয়াত পাঠালেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনের স্থান নির্ধারিত ছিল আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেডী হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর লেফট্যানেন্ট জেনারেল জমির উদ্দিন শাহ, প্রধান অতিথি পাকিস্তান হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর সাদিয়া রশীদ, বিশেষ অতিথি পাকিস্তান হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আবদুল হান্নান।

উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন ইবনে সিনা একাডেমি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর সৈয়দ জিল্লুর রহমান। সৈয়দ জিল্লুর রহমান তাঁর স্বাগত ভাষণে ইবনে সিনার উপর গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরলেন। তাঁদের একাডেমি আধুনিক মেডিসিন গবেষণায় কি অমূল্য অবদান রাখছে তার উপর আলোকপাত করলেন। আলীগড়ে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অসংখ্য ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান পান্ডুলিপি, এন্টিকস, অর্থ ও লোকবল দিয়ে যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে তা বললেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাদিয়া রশীদ অত্যন্ত সংক্ষেপে বিশ শতকে ইবনে সিনার দর্শনে আধারিত হয়ে হামদর্দের মাধ্যমে ইউনানী মেডিসিনের পুনরুজ্জীবনে হাকিম আবদুল মজিদ, হাকিম আবদুল হামিদ এবং তাঁর পিতা শহীদ হাকীম মুহাম্মদ সাঈদ এর কথা স্মরণ করলেন।

পাকিস্তান হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আব্দুল হান্নান তাঁর বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় ইবনে সিনার বহুমুখী প্রতিভার কথা তুলে ধরলেন। এত বড় মনীষীর অবদানে ভারতীয় উপমহাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্যাপক অগ্রগতি পেয়েছে। তাঁর অনেক জ্ঞান এখনো আমরা বাস্তবায়ন করে উঠতে পারিনি। তাঁর জ্ঞান বিস্তারে ভারত-পাকিস্তান একসাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে বলে তিনি জানান।

লেফট্যানেন্ট জেনারেল জমির উদ্দিন শাহ তাঁর সভাপতির বক্তব্যের শুরুতে বিদেশি অতিথিদের বিশেষভাবে সম্মান জানালেন। তিনি পাকিস্তান হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর হান্নান এবং হাকীম সাঈদ কন্যা সাদিয়া রশীদকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানালেন ভারতীয় সম্মেলন সফল করতে সহায়তার জন্য। তাঁর বক্তৃতা যথেষ্ট প্রাঞ্জল এবং সম্মেলনের আয়োজক ও আলোচকদের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শনে খুব আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল। এরপরই ভোট অব থ্যাংকস দিলেন জওহরলাল নেহেরু মেডিকেল কলেজের ফার্মাকোলজীর প্রফেসর জিয়াউর রহমান। উদ্বোধনী অধিবেশনের পর মধ্যাহ্ন ভোজ এবং নামাজের বিরতি।

এবার সাইন্টিফিক সেশন দুটো আলাদা হলে ভাগ হয়ে গেল। একটি হলে একজন মেডিকেল পণ্ডিত হিসেবে ইবনে সিনার উপর কিছু পেপার এবং অন্য হলে দার্শনিক হিসেবে ইবনে সিনার উপর কিছু পেপার। ইবনে সিনার দর্শনের উপর সেশনে চেয়ার করছিলেন বিশিষ্ট দার্শনিক প্রফেসর মোহাম্মদ আলী ইবনিয়ান এবং প্রফেসর রইসুর রহমান। মেডিকেল পণ্ডিত হিসেবে ইবনে সিনার উপর সেশনে চেয়ার করছিলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন ইউনানী মেডিসিন (ভারতীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান) এর মহাপরিচালক প্রফেসর শাকির জামিল এবং নেপালের বিচারপতি সালাউদ্দিন সিদ্দিকী।

এমন দুইজন ব্যক্তির পরিচালনার সাইন্টিফিক সেশনে আমার পেপার Ibn Sina: The Father and Founder of Modern Randomized Control Trial & Evidence Based Medicine' উপস্থাপন করলাম। বিগত শতকে পেনিসিলিন এর আবিস্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানকে এক নতুন দ্যোতনায় এগিয়ে নেয় এবং চিকিৎসকদের কাজ সহজ করে দেয়। প্রতিটি ঔষুধের আবিস্কারের নেপথ্যে থাকতে হয় নির্ভূল অকাট্য ক্লিনিকেল ট্রায়াল। ক্লিনিকেল ট্রায়ালে প্রাপ্ত মানোর্ত্তীণ ঔষুধ ডাক্তাররা প্রয়োগ করে তার সফলতা অথবা ব্যর্থতার ভিত্তিতে মেডিসিন পেশা চর্চাকে যেভাবে পুনর্বিন্যস্ত করেন সেটাই 'Evidence Based Medicine'। Randomized Control Trial এবং Evidence Based Medicine দুটোই খুব আধুনিক টার্ম। ইবনে সিনার 'কানুন' পড়তে গিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, আজ থেকে হাজার বছরেরও আগে এই দুটো বিষয় ইবনে সিনাহ প্রবর্তন করে গিয়েছেন। তিনি সকল চিকিৎসকের জন্য দুটো মৌলিক প্রশ্ন রেখে গিয়েছেন; চিকিৎসা পেশ চর্চার সময় এ দুইটি মৌলিক প্রশ্নের জবাব প্রাপ্তি এবং সেই জবাবের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ চিকিৎসা স্ট্রাটেজী নির্ধারিত হওয়া উচিৎ। মৌলিক প্রশ্ন দুটো হচ্ছেঃ (১) এক জাতীয় রোগীর কাছ থেকে আমি যে উপাত্ত বা তথ্য পেলাম তা কি বিশ্বাস যোগ্য? (২) আমি কি এক জাতীয় রোগীর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা অন্য রোগীর উপর প্রয়োগ করতে পারি? এ দুইটি প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নই আধুনিক মেডিসিন রিসার্চ এবং তার পদ্ধতি রিসার্চ এর বিশুদ্ধকরণ (Internal Validity Ges External Validity) ইত্যাদি বিষয়ের ভিত তৈরি করেছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি Evidence Based Medicine-এর প্রতিষ্ঠা করেছে; একজন রোগীর চিকিৎসায় প্রাপ্ত সাফল্য বা ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা পরবর্তী রোগীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। ইবনে সিনা নিজেই এ জাতীয় গবেষণা করে গিয়েছেন; তাঁর ছাত্ররা এ গবেষণাকে এগিয়ে নিয়েছে।

এ সেশনে আমি ছাড়াও ভারতীয় ড. রাইস কিদওয়ালী, প্রফেসর সানাউল্লাহ, ড. শাহনেওয়াজ, ড. শাবিয়া সুলতানা তাঁদের পেপার উপস্থাপন করলেন। সেশন শেষে প্রফেসর শাকির জামিল আমাকে শুভেচ্ছ জানালেন। বিশেষভাবে আধুনিক মেডিসিনের নেপথ্যে ইবনে সিনার দর্শন এখনো প্রতিনিয়ত আমরা অনুসরণ করছি এ বিষয়টিকে তুলে আনার জন্য। নেপালের বিচারপতি সালাহদ্দিন সিদ্দিকী'র সাথে আলাপ করে ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখে মুগ্ধ হলাম।

একই সময়ে পাশের হলে দার্শনিক ইবনে সিনার উপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ আলোচনা হলো। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের Dept. of Asian Culture & Language-এর শিক্ষক অধ্যাপক ক্যাথলিন মেরী'র ইকবালের শিকওয়ায় ইবনে সিনা'র উদ্ধৃত বিষয়ক আলোচনাটিও সেখানে ছিল। আমি নিজে সেখানে উপস্থিত না থাকলেও ক্যাথলিন মেরী'র সাথে পরবর্তীতে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মাধ্যমে তাঁর আলোচিত বিষয় সম্পর্কে জেনেছি। তিনি তাঁর Post Doctoral Research করছেন আল্লামা ইকবালের উপর। মেরী'র জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা অসাধারণ। গবেষণার স্বার্থেই তিনি উর্দু এবং ফার্সী ভাষা শিখে নিয়েছেন।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পুরনো ঐতিহ্য এই যে, এখানে যেকোন বড় অনুষ্ঠান - যেমন সমাবর্তন, ওয়ার্কশপ, আন্তর্জাতিক সম্মেলন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হলে পাশ্চাত্যে যেমন Official Conference Dinner হয় সেই আদলে একটি উর্দু মুশায়রা অনুষ্ঠান হতেই হবে। আমাকে প্রফেসর সৈয়দ জিল্লুর রহমান বেশ বিনয় এবং জোরের সাথে বলে রাখলেন যে, মুশায়রার অনুষ্ঠান যেন কোনোভাবেই মিস না করি। আসাদ ফয়সল এর সাথে দোধপুরের কিছু অংশ, বাজার এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত 'আবদুল্লাহ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ' দেখে মুশায়রার আসরে চলে এলাম। আমি দেখলাম আলীগড়ের ভিসি লেফট্যানেন্ট জেনারেল জমির উদ্দিন শাহ এবং করাচী হামদর্দের ভিসি প্রফেসর হান্নান আগেই মুশায়রার মাহফিলে আসন নিয়েছেন।

২৬শে অক্টোবর সকালে হল-২ এর সাইন্টিফিক সেশনে চেয়ার করলাম আমি এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান মেডিকেল হেরিটেজ এর ডিজি ডা. আলা-নারায়না। বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে পেপার উপস্থাপন করলেন ব্যাঙ্গালোর থেকে আগত ডা. যমুনা। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় 'মেডিসিনাল এরোমাথেরাপী'। তিনি দেখালেন এরোমাথেরাপীর উদ্ধৃতি প্রাচীন মিসরীয় (ফেরাউনী) মেডিসিন এ দেখা যায়; ইবনে সিনা সফলভাবে এটিকে

যুগোপযোগী করেছেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জু'লজীর অধ্যাপক ড. এস. কে. রিজভী ইবনে সিনার গ্রন্থে আধুনিক ক্লিনিকেল প্যারাসাইটলজি কিভাবে মূর্ত হয়েছে তা তুলে ধরলেন। তিনি তাঁর আলোচনা শেষ করলে ড. উইলিয়াম অসলার এর উদ্ধৃতি দিয়ে "The Qanun has remained a medical Bible for many conturies"। আজমল খান তিব্বিয়া মেডিকেল কলেজের এনাটমীর অধ্যাপক মুগীস আহমাদ আনসারী 'কাননু ফিল তিব্ব' এর প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত এনাটমী সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। পৃথক শাস্ত্র হিসেবে মেডিকেল ছাত্রদের এনাটমী'র পাঠ দেয়া শুরু হয়েছে গত দুই শতকে; কিন্তু ইবনে সিনাই মেডিকেল ছাত্রদের প্রথম পাঠ হিসেবে এনাটমী পড়ানো শুরু করেন হাজার বছর আগে। হায়দরাবাদের VRK Women's Medical College এর ফিজিওলজীর অধ্যাপক সিকান্দার হুসাইন মেটাবলিজম সম্পর্কে সহস্র বছর আগে ইবনে সিনা যে জ্ঞান দিয়ে গেছেন তা তুলে ধরলেন; আমরা গত একশ বছর সেই জ্ঞানের সুত্র ধরেই এগিয়ে যাচ্ছি। এ সেশনে আরও বললেন ড. আরশী রিয়াজ। তিনি সাইকোলজী এবং সাইকিয়াট্রিতে ইবনে সিনার অসামান্য অবদান সম্পর্কে বললেন। রোগ সংগঠনের জন্য সাইকো এবং সোমাটিক দুই রকম উপাদানই প্রয়োজন একথা ইবনে সিনাই প্রথম বলেছেন। মনোচিকিৎসার বেশ কিছু কর্মকৌশল 'কানুন' গ্রন্থে বলা হয়েছে। আমাদের হলে শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর হান্নান। আমি এবং ডা. নারায়না চেয়ারপারসনের বক্তব্য রাখবার আগে প্রফেসর হান্নানকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখতে বললাম। একজন ভিসি কতটা জ্ঞান অনিসন্ধিৎসু হলে সাধারণ শ্রোতার মতো সাইন্টিফিক সেশনে থাকেন তা সহজেই বোঝা যায়। চা পর্বের আগেই আমাদের হল এর বৈজ্ঞানিক অধিবেশন শেষ হল।

চা বিরতির পর লাঞ্চ পর্যন্ত দুটো হলে অধিবেশন হল। আমি দু'খানেই অর্ধেক করে সময় থাকলাম। এ সম্মেলনে যাবার আগে বাংলাদেশী এক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন ইবনে সিনার উপর ৩ দিন সম্মেলনে আলাপ করার মতো বিষয় আছে কি? আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেইনি। এখানে এসে দেখলাম ইবনে সিনার মত বটবৃক্ষের উপর ৩ দিনের আলাপচারিতা যথেষ্ট নয়; বর্তমান সম্মেলনের প্রতিটি সেশনে দুটো আলাদা হলে সাইন্টিফিক সেশন চালিয়ে মোট ১১৩টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। অনেক আলোচককেই পর্যাপ্ত সময় দেয়া যায়নি। আর সম্মেলনের সাইন্টিফিক কমিটির কাছে ১৪০টিরও বেশী Abstract এসেছিল।

দুপুর পর্যন্ত গাইনী বিভাগের অধ্যাপক আমিনা নাজ এর Gynaecological Disorders Described by Ibn Sina, ড. শাজিয়া শামীমের In Preventive Medicine, ড. আজিজুর রহমানের Contribution of Ibn Sina to the Pharmeceutical Science, প্রফেসর আবদুল ওয়াদুদ (ফার্মাকলজী)-এর Contribution of Ibn Sine in IIm Alclvia (Pharmacology)। হাকীম আবদুল হান্নান উপস্থাপিত Cupping: A Safe and Effective Mode of Treatment, ড. নাজিয়া খান এর Ibn Sina's Viewpoint on Pain, প্রবন্ধগুলো শোনার সুযোগ হলো। আজ প্রায় দুই শতক ধরে চিকিৎসাশাস্ত্র বিভিন্ন Speciality ও Super Specility এবং Sub-speciality-তে বিভক্ত হয়েছে; ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প পৃথক শিল্পে পরিণত হবার বিষয়টিও সমকালীন। ইবনে সিনার মত বিশাল মহীরুহের পক্ষেই সম্ভব ছিল একই সাথে মেডিসিন এর সকল শাখায় ভূমিকা রাখার সাথে Pharmacy এবং Pharmacology বিষয়ে অবদান রাখার।

পরদিন সকালে ১নং হলে সাইন্টিফিক সেশনে প্রথম উপস্থাপনা ইসরাইলী প্রফেসর ল্যাঙ্গারমেনের। তাঁর বক্তব্যের শিরোনাম 'The Reception of Ibn Sina's Qanun among the Jews: Trancriptions, Translations & Commentaries'। প্রফেসর ল্যাঙ্গারম্যান তিনভাগে বিভক্ত করে হিব্রু ভাষায় ইবনে সিনার উপর গবেষণা সম্পর্কে বললেন। প্রথমত: সরাসরি কানুন এর অনুবাদ (Translation), দ্বিতীয়ত: আরবি Text-এর সাথে হিব্রু আলোচনা ও টীকা (Transgression) এবং 'কানুন' এর বিষয়ে হিব্রু পণ্ডিতদের মতামত, সমালোচনা ও অনুসিদ্ধান্ত

(Commentaries)। হায়দরাবাদের NTR University of Health Science-এর অধ্যাপক ড. সাইয়েদ তৌহিদ আহমেদ সেখানকার সালার জং যাদুঘরে সংরক্ষিত ইবনে সিনার হাতে লিখা বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেখালেন। তিনি আরও জানালেন যে, এসব পান্ডুলিপিগুলোর ডিজিটাল সংস্করণও তাদের করা আছে। ইউরোপ আমেরিকার গবেষকরা প্রায়ই তাদের যাদুঘরের ডিজিটাল পান্ডুলিপি ব্যবহার করেন। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিশেষজ্ঞ ড. আবদুল আলী সাইকোয়েথরাপীতে ইবনে সিনার অবদান সম্পর্কে বললেন। ইবনে সিনা শুধু রোগের সাইকো-সোমাটিক উৎপত্তি সম্পর্কেই বলেননি, এর বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সাইকোথেরাপীও দেখিয়ে গেছেন। একই বিষয়ে ড. কাজি জায়েদ আহমাদ আরেকটি তথ্যবহুল নিবন্ধ পড়লেন। ড. আবদুল লতিফ ভিটিলিগো চিকিৎসায় ইবনে সিনার অবদান এবং এর সম্ভাব্য জেনেটিক অরিজিন সম্পর্কে ইবনে সিনার পূর্বাভাষ বললেন। রোগের জেনেটিক ট্রান্সমিশনের বিষয়টি ইবনে সিনা সফলভাবে পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছেন।

একই সময়ে ২নং হলে ফিলসফি, এস্ট্রনমি গণিতে ইবনে সিনার অবদান নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। চা-বিরতির পর স্কটল্যান্ডের ই-এন-টি সার্জন ড. মির্জা হাসান বেগ 'Surgical Principles of Ibn Sina' বিষয়ে খুব জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখলেন। ড. বেগ স্বাধীন হায়দারাবাদ রাষ্ট্রের শেষ প্রধান বিচারপতি মির্জা হোসাইন বেগ এর ভাতিজা। ১৯৪৮ ঐ হায়দারবাদের পতনের পর তাঁদের পরিবার ইংল্যান্ডে চলে যান।

হাকীম আবদুল বারী ভারতীয় উপমহাদেশে চিকিৎসার আধুনিকায়নে ইবনে সিনার অবদান সম্পর্কে তথ্যবহুল প্রবন্ধ পড়লেন। তিনি অবশ্য বিশ শতকে হামর্দদ, হাকীম আবদুল মজিদ এবং হাকীম সাইদের কথাও বললেন। তাঁদের মাধ্যমে ইউনানী মেডিসিনের আধুনিকায়ন না হলে ইবনে সিনার অনেক অবদান নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছতো না।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ইকতিদার সিদ্দিকী ইবনে সিনার জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর ভারতীয় সুলতানদের চিকিৎসায় ইবনে সিনার চিকিৎসা পদ্ধতি এবং মেডিসিনের ব্যবহার সম্পর্কে বললেন। একটি ভাল তথ্য জানা গেল; তা এই যে অনেক প্রাচীণ চিকিৎসক তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি অন্যদের জানতে দিতে চাইতো না; তাদের ঔষুধের Ingredient ও জানাতো না; এটা এখনকার Intellectual Property Act বা কপিরাইটের মতো; কিন্তু যখন কোনো রাজপুরুষের চিকিৎসা করা হতো তখন পুরো মেডিসিনের ফর্মুলা লিখিত আকারে জমা দিতে হতো; যাতে করে ঔষুধ খেয়ে রাজার কোনো ক্ষতি হলে চিকিৎসকের চিকিৎসা বিষয়ে তদন্ত করা যায়; এসব ডকুমেন্ট রাষ্ট্রীয় মুহাফিজখানায় সংরক্ষিত থাকতো; পরবর্তীতে ঐ রাজার জীবনী লিখতে যেয়ে বা অন্য যেকোন উপায়ে মুহাফিজ খানার দলিল দেখে রোগ-উপসর্গ এবং এর চিকিৎসা উপকরণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যেতে। কার্ডিওলজিষ্ট ডা. নাসির ইবনে সিনার 'কিতাব আল আদবিয়াহ আল ক্বালবিয়া' থেকে ইবসে সিনার ব্যবহৃত কার্ডিও-প্রটেকটিভ মেডিসিন সম্পর্কে বললেন। তিনি জানালেন আজকাল যে কার্ডিয়াক এসপিরিন ব্যবহৃত হয় তা ইবনে সিনা উদ্ধৃত Bed Mishk (Salix Capena Linn)-এর মতই Effective। তাঁরা গবেষণা করে দেখেছেন যে Salix Caperalinn-এর এন্টি-থ্রম্বটিক ভূমিকা আরও কার্যকর।

লাঞ্চের পর সমাপনী অধিবেশনে ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে এমন সম্মেলন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিন দিনের মিলন মেলা শেষ হলো। আলোকিত মধ্যযুগীয় মনিষীর আলোর মশাল সামনে এগিয়ে নেবার প্রত্যয় নিয়ে সবাই ঘরমুখো হলো।

আবু খলদুন আল-মাহমুদ, *পিএইচডি*
প্রফেসর, প্রাণ রসায়ন বিভাগ
ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা।
ই-মেইলঃ kholdun@hotmail.com

4th International ISRA Colloquium[1]

IICIF 2014 was held on 3-4 September 2014 at Lanai Kijang, Bank Negara Malaysia in conjunction with the Global Islamic Finance Forum (GIFF 2014). It has yet again been proved to be the international platform for the global Islamic Finance (IF) community, as the two-day program was well-received by academia and practitioners alike from all over the world.

The two-day event consisted of a total of four main sessions. All the sessions were dedicated to the presentations of the selected research papers from the participating universities.

Day 1, Opening

Day 1 started with a brief welcoming address of Prof. Dr Ashraf Md Hashim (Chief Executive Officer, ISRA Consultancy) after the arrival of the participants and recitation of Du'a in the morning. He stressed, in his address, upon the necessity and significance of such events. After the welcoming remarks, the first session started.

Day 1, ISRA Research Papers

This session was dedicated to the presentations of the research projects which had been taken up by ISRA. The first paper presented by Assoc. Prof. Dr Said Bouheraoua recognised intangible assets as property from Shari`ah perspective and allowed their trade. Second presentation was delivered by Dr Romzie Rosman about the classification and accounting treatment of profit and loss sharing investment account (PSIA) in the financial statements of Islamic Financial Institutions. Mohammad Mahbubi Ali in his presented research work proposed to use hibah mu`allaqah and wakalah bi al-istithmar for Shari`ah compliant retirement annuity plan; and suggested the government of Malaysia to take active role in providing supportive infrastructure for the existence and development of such plan.

Day 1, Session 1

The first paper presented by Mr. Suhartono from Airlangga University analysed various aspects of Muslim boarding schools in East Java and their model to accelerate economic growth in the region. Dr Yulizar D. Sanrego was the second presenter, where he emphasise on the empowerment of the poor in both material and non-material dimensions using the examples from the life of the Prophet Muhammad (SAW). The third paper presented by Achmad Firdaus Msi from Tazkia University, Indonesia, tried to explore the opportunities of incorporating Maslahah in an organisational environment; whereas the Maslahah approach encompassed the aspect of worship, internal process, talent, customer and wealth orientation. The fourth presenter was Mr. Abdullahi A. Umar from Universiti Teknologi Petronas. He emphasised on the importance of water in the context of Africa and Sub-Saharan Africa, which is a burning issue, and suggested to employ Islamic Finance in investing in the water utility projects with the special reference to the Malaysian contractors. Ms. Alaa Alaabed from INCEIF, Malaysia, presented a paper at fifth tried to develop a benchmark index based

[1] This report has ben taken from the site of the International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance, Malaysia.

on the objectives of Shari`ah and measured the compliance level of the OIC countries with that benchmark. It suggested some areas to be focused in various OIC member countries in order to promote socio-economic development consistent with the objectives of Shari`ah in those countries.

Day 1, Session 2

The first paper presented by Dimas Bagus Wiranata Kusuma found that interdependent of Islamic banking might invite the risk of the global financial system, which has proven to be unstable and hence lead to instability in Islamic banking system. The second paper was presented by Rochania Ayu Yunanda from University Sains Islam Malaysia (USIM) supported that the Waqf assets should be properly managed and invested. This would boost the performance of Waqf assets and their efficiency. The third presenter was Warsidi from Airlangga Univeristy, Indonesia, found that the consideration of exporter and importer to conduct their export import transactions in Islamic foreign exchange banks are benefit factors which consist of seven items such as services, facilities, branding, image, tariff, relationship and location of Islamic finance exchange banks. The fourth paper was prepared and presented by Assoc. Prof. Dr Maisarah Ahmad from Universiti Kebangsaan Malaysia and Fithriah Ab Rahim examined the effects of the roles of car dealership, sales advisor, and customer literacy in Islamic hire purchase (AITAB) facility in Malaysian market. The fifth paper was presented by Shehu Usman Adam from Universiti Putra Malaysia concluded that choice experiment (CE) has important applications in Islamic Finance, yet its applications are unpopular.

Day 1, Session 3

In this session, the first presentation written by Mr. Ascarya from Bank Indonesia aimed to find sustainable conventional and Islamic microfinance model for Micro Enterprises (ME), which can be replicated throughout rural area in Indonesia, to be able to serve all financial services needed by all ME and support sustainable rural development using Analytic Network Process (ANP) approach. The second presentation prepared and presented by Purnama Putra from Airlangga University, Indonesia compared the performance of BMT UGT and BMT MMU and found that the performance of BMT UGT was better than the BMT MMU especially from the indicator of financial performance. Based on the measurement conducted by using Balanced Scorecard, it was also found that the most influential indicators for both BMT UGT and MMU were economic empowerment and the performance of social legitimacy. The third presenter was Nik Mohd Azim Bin Nik Ab Malik from Universiti Kebangsaan Malaysia. The study was a collaborative work of Mohd Adib Ismail, Shahida Shahimi and the presenter. It explored how Islamic philanthropy can be applied to empower the “underutilized” economic resources, i.e. socially excluded society, for betterment of its living standard.

Day 2, Session 4:

The first paper in this session written and presented by Dian Berkah from Airlangga University, Indonesia identified the challenges and opportunities in the distribution of inheritance which might facilitate the religious courts in enhancing and improving the distribution process. The second paper prepared and presented by Suraji Sarwan from

Airlangga University, Indonesia proposed that the services, professionalism, transparency, accountability and trustworthiness can be improved through the integration of Syariah Bank with BAZNAS in the management of zakah, infaq and sadaqah. The third paper presented by Siti Ngayesah Ab Hamid from Universiti Kebangsaan Malaysia tried to measure the current level of corporate image of zakat institution with an average scale. The fourth presenter was Prof. Dr Salah Salhi from the University of Ferhat Abbas Setif, Algeria, who presented his paper in Arabic identified the limited current institutional forms of Zakat in most of the Islamic countries, with the special reference of Algeria, which requires the need to move to a new phase of institutional work in the framework of the proposed restructuring of the functionality of Zakat.

Day 2, Session 5

The first presentation of this session prepared by Tariq Naseem and was presented by Irum Saba on his behalf. The study finds that there is dire need to intertwine farmers through a reliable, transparent, efficient and effective system whereby they undertake commercial activities with ease and confidence in a Shari`ah compliant manner. The second presentation of this session presented by Mohamad Nizam Jaafar from UiTM was about establishing factors that are significant in determining the choice of hybrid securities for Malaysian firms. It found that the risk and profitability are considered the most determinant factors for issuing convertible bond and loan stock. The third presentation was presented by Egan Janitra from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta found that the investors could contribute to the economic development of Indonesia by investing in Jakarta Islamic Index. However, Dow Jones Islamic Market Index can also be considered by the investors, because Jakarta Islamic Index is sensitive with Dow Jones Islamic Market Index both in long and short run.

Day 2, Session 6

The first presentation presented by Amirul Faiz Osman from IIiBF, IIUM found that in the context of giving cash waqf, the element of Islamic religiosity and trust among waqif (donor) toward the mutawalli (manager of waqf) are essential in determining one's individual behaviour in donating cash waqf. Without this focus, probably the performance of mutawalli will be affected. The presenter of the second presentation was Nor'Ain Abdullah and Abd Halim Mohd Noor. The study proposed to establish Waqf entrepreneurship incubators in every Malaysian university for producing successful entrepreneurs. They should aim to help students in terms of entrepreneurship and increase the quality of the production sector of the Islamic economy as well as improving the country's future. The third presentation prepared and presented by Zainab Belal Omar from IIUM focused on some of the Shari`ah issues concerning the current practices of the Takaful industry such as: the issue of hibah/nomination, evasion of Fara`id, distribution of surplus, Tabarru, etc. The last presentation of this session was written and presented by Dr. Marhanum Che Mohd Salleh from IIUM and co-authored by Nurdianawati Irwani Abdullah. The study tried to develop underlying dimensions of the Islamic relationship marketing for the Takaful industry. It showed that the Takaful agents' Islamic relationship marketing which measured by their Islamic ethical behavior, social, structural, and financial bonds is significantly proven to affect customer satisfaction and retention.

ISRA Award Distribution Ceremony

There were two categories in which the awards were distributed: 1) Award for the Best Paper from an Individual, and 2) Award for the Best Paper from University. The award was sponsored by MASB and MEPS, and distributed by the Group Managing Director of MEPS, Mr. Zulkanain Kassim.

In the category of Award for the Best Paper from an Individual, the first best paper award was given to Mr. Ascarya from Bank Indonesia for the paper on: "Sustainable Conventional and Islamic Microfinance Models for Micro Enterprises". The second best paper was: "Stemming Water-Related Deaths in Sub-Saharan Africa: The Place of Islamic Project Finance & Malaysian Contractors" presented by Abdullahi A. Umar from Universiti Teknologi Petronas; and prepared by the presenter, Umulkhairu H. Umar, Mahadi Ahmad, Noor Amila W. A. Zawawi and Abdul Rashid Abdul Aziz. The third best paper award went to the paper: "Developing Benchmark Index for Monitoring Compliance with Maqasid al-Shari'ah" presented by Alaa Alaabed from INCEIF; written by the presenter, Prof. Hossein Askari (The George Washington University), Dr Zamir Iqbal (The World bank) and Adam Ng (INCEIF).

In the category of Award for the Best Paper from University, Universiti Kebangsaan Malaysia was awarded for the first best paper. The paper was jointly written by Siti Ngayesah Ab Hamid and Dr Wan Jamaliah Wan Jusoh and was titled: "Perceived Image of Zakat Institutions in Malaysia: Assessing the Influence of Reputation, Corporate Communications, Service Accessibility and Contact Personnel". The second best paper award was secured by Universitas Muhammadiyyah Yogykarta for the paper: "Assessing Financial Stability on Islamic Banks and Its Contribution to Economic Growth: Empirical Evidence from Indonesia" presented and authored by Dimas Bagus Wiranata Kusuma, and co-authored by Masyudi Muqorrobin. The third best paper award in this category went to University of Ferhat Abbas, Setif, Algeria for the paper in Arabic: " دور مؤسسة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مشروع مقدم لتطوير ومأسسة صندوق الزكاة وإقامة المجمعات الوقفية الزكوية المتكاملة في الجزائر" presented and prepared by Prof. Dr Salah Salhi.

Concluding Remarks

Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin, Executive Director of ISRA, delivered the concluding remarks, in which he asserted the significance of such events for the purpose of knowledge sharing and development of Islamic Finance. He thanked all the sponsors and organising team for putting up the hard work and congratulated them for the success of the event. He appreciated all the presenters and enthusiasm and interest of the participants. He hoped that the ISRA would continue its zealous efforts in contributing in the Islamic Finance through its high quality events and knowledge sharing platforms in the future.

Mahfuzar Rahman
Assistant Director (Research & Publicaiton)
Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT)
E-mail: rahmanru_pops@yahoo.com